পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তারিখ 18 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ৪

সংবাদ

রাজশাহীতে পরীক্ষার্থীদের ধাওয়া খেয়ে পালালেন শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রতিনিধি, রাজশাহী

৪০ হাজার টাকা ঘুষ দাবির অভিযোগ তুলে রাজশাহীর বাঘায় এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার্থীরা ধাওয়া করলে পালিয়ে যান উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। এ ঘটনা ঘটে গত রোববার উপজেলার ইসলামী একাডেমি এসএসসি ভোকেশনাল কেন্দ্রে।

এদিকে ঘুষ দাবি করায় শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন ৮ কারিগরি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। শিক্ষার্থীরা জানায়, গত রোববার ছিল পদার্থবিজ্ঞান-২ পরীক্ষা। বাঘা ইসলামী একাডেমির কারিগরি স্কুল কেন্দ্রের ভেনু শাহদোলা ডিগ্রি কলেজে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই ওই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কাজী আব্দুল মকিম শিক্ষার্থীদের নানাভাবে হয়রানি করতে থাকেন। এরই মধ্যে কেন্দ্রের ভিতরেই ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মকিম কেন্দ্র সচিবের নিকট থেকে ৪০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেছেন। এ টাকা না দিলে নকল করার অভিযোগ তুলে তিনি পরীক্ষার্থীদের হয়রানি বা গণহারে বহিষ্কার করবেন- এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে পরীক্ষার্থীরা। এরপর পরীক্ষা শেষেই তারা একযোগে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিক্ষা কর্মকর্তাকে ধাওয়া করে। ওই সময় শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মকিম তখনো কেন্দ্রেই অবস্থান করছিলেন। শিক্ষার্থীদের ধাওয়া খেয়ে তিনি দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে আসেন। পরে শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে পরীক্ষার্থীরা বাড়িতে চলে যায়।

কেন্দ্র সচিব ও ইসলামী একাডেমির অধ্যক্ষ আব্দুল কাদের ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকেই ওই কেন্দ্রে দায়িত্ব পাওয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মকিম ৪০ হাজার টাকা দাবি করে আসছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষার্থীরা গতকাল শিক্ষা কর্মকর্তাকে ধাওয়া করেছে। তিনি এরপর পরীক্ষা কেন্দ্রে এলে শিক্ষার্থীরা আর পরীক্ষায় অংশ নিবে না বলেও ঘোষণা দিয়েছে।

তবে সাংবাদিকদের ঘুষ দাবি ও ধাওয়া খেয়ে পালানোর কথা অস্বীকার করেছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল মকিম। তিনি বলেন, 'আমি মোটরসাইকেল নিয়ে ওই কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করতে গেছি এবং মোটরসাইকেল নিয়েই আবার চলে এসেছি। সেখান থেকে পালানোর প্রশ্নই আসে না। যারা এ ধরনের কথা রটাচ্ছে, তারাই ওই কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের নকল করতে সহযোগিতা করছে। এতে বাধা দেয়ায় তারা আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার ছড়াচ্ছে।'

এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করা হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাকিলা দিল হাছিন সাংবাদিকদের বলেন, 'মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ৪০ হাজার টাকা ঘুষ দাবির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। এ ঘটনা প্রমাণ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থ নেয়া হবে।